বাজেটে আয়কর বিষয়ক উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনসমূহ

১। করহারঃ

ক। কোম্পানি করহার হ্রাস

- পাবলিকলি ট্রেডেড কোম্পানি যাদের পরিশোধিত মূলধনের ১০% এর অধিক শেয়ার IPO (Initial Public Offering) এর মাধ্যমে হস্তান্তরিত হয়েছে তাদের করহার ২২.৫ শতাংশ হতে কমিয়ে ২০ শতাংশ করার প্রস্তাব করা হয়েছে। তবে, বার্ষিক সর্বমোট বারো লক্ষ টাকার অতিরিক্ত ব্যয় ও বিনিয়োগ এবং সকল প্রকারের আয় ও প্রাপ্তি ব্যাংক ট্রান্সফারের মাধ্যমে সম্পন্ন করতে ব্যর্থ হলে উক্ত কর হার ২২.৫% বহাল থাকবে।
- পাবলিকলি ট্রেডেড কোম্পানি যাদের পরিশোধিত মূলধনের ১০% বা ১০% এর কম শেয়ার IPO (Initial Public Offering) এর মাধ্যমে হস্তান্তরিত হয়েছে তাদের করহার ২২.৫ শতাংশ করার প্রস্তাব করা হয়েছে। তবে, বার্ষিক সর্বমোট বারো লক্ষ টাকার অতিরিক্ত ব্যয় ও বিনিয়োগ এবং সকল প্রকারের আয় ও প্রাপ্তি ব্যাংক ট্রান্সফারের মাধ্যমে সম্পন্ন করতে ব্যর্থ হলে উপরোক্ত করহার ২৫% করার প্রস্তাব করা হয়েছে।
- পাবলিকলি ট্রেডেড নয় এরূপ কোম্পানির করহার ৩০ শতাংশ হতে কমিয়ে ২৭.৫ শতাংশ করার প্রস্তাব করা হয়েছে। তবে, বার্ষিক সর্বমোট বারো লক্ষ টাকার অতিরিক্ত ব্যয় ও বিনিয়োগ এবং সকল প্রকারের আয় ও প্রাপ্তি ব্যাংক ট্রান্সফারের মাধ্যমে সম্পন্ন করতে ব্যর্থ হলে উপরোক্ত করহার ৩০% হবে।

খ। কোম্পানি নয় এরূপ ব্যক্তি-সংঘ, আইনের দ্বারা সৃষ্ট কৃত্রিম ব্যক্তি এবং অন্যান্য করারোপযোগ্য সত্তার করহার হ্রাস

কোম্পানি নয় এরূপ ব্যক্তি-সংঘ, আইনের দ্বারা সৃষ্ট কৃত্রিম ব্যক্তি এবং অন্যান্য করারোপযোগ্য সত্তার করহার ৩০ শতাংশ হতে কমিয়ে ২৭.৫ শতাংশ করার প্রস্তাব করা হয়েছে। তবে, বার্ষিক সর্বমোট বারো লক্ষ টাকার অতিরিক্ত ব্যয় ও বিনিয়োগ এবং সকল প্রকারের আয় ও প্রাপ্তি ব্যাংক ট্রান্সফারের মাধ্যমে সম্পন্ন করতে ব্যর্থ হলে উক্ত কর হার ৩০% হবে।

গ। এক ব্যক্তি কোম্পানি (ওপিসির) করহার হ্রাস

এক ব্যক্তি কোম্পানি (ওপিসি) এর করহার ২৫ শতাংশ হতে কমিয়ে ২২.৫ শতাংশ করার প্রস্তাব করা হয়েছে। তবে, বার্ষিক সর্বমোট বারো লক্ষ টাকার অতিরিক্ত ব্যয় ও বিনিয়োগ এবং সকল প্রকারের আয় ও প্রাপ্তি ব্যাংক ট্রান্সফারের মাধ্যমে সম্পন্ন করতে ব্যর্থ হলে উপরোক্ত করহার ২৫% হবে।

ঘ। ব্যক্তি শ্রেণির করহার

ব্যক্তি শ্রেণীর করদাতাদের করমুক্ত আয়সীমা, করহার এবং করধাপ ২০২১-২০২২ অর্থবছরের ন্যায় যার বিস্তারিত বিবরণ নিম্নরূপঃ

বিদ্যমান করধাপ	বিদ্যমান করহার
৩ লক্ষ টাকা পর্যন্ত	শূন্য
পরবর্তী ১ লক্ষ টাকার	৫%
পরবর্তী ৩ লক্ষ টাকার	১০%
পরবর্তী ৪ লক্ষ টাকার	১৫%

পরবর্তী ৫ লক্ষ টাকার	২০%
অবশিষ্ট টাকার	২৫%

ঙ। সারচার্জ এর হার

সারচার্জ এর হার ২০২১-২০২২ অর্থবছরের ন্যায় যার বিবরণ নিম্নরূপঃ

	সম্পদ	বিদ্যমান সারচার্জের হার
(ক)	নীট পরিসম্পদের মূল্যমান তিন কোটি টাকা পর্যন্ত-	শূন্য
(খ)	নীট পরিসম্পদের মূল্যমান তিন কোটি টাকার অধিক কিন্তু দশ কোটি টাকার অধিক নহে; বা, নিজ নামে একের অধিক মোটর গাড়ি; বা, কোনো সিটি কর্পোরেশন এলাকায় মোট ৮,০০০বর্গফুটের অধিক আয়তনের গৃহ-সম্পত্তি	১০%
(গ)	নীট পরিসম্পদের মূল্যমান দশ কোটি টাকার অধিক কিন্তু বিশ কোটি টাকার অধিক নহে-	২০%
(ঘ)	নীট পরিসম্পদের মূল্যমান বিশ কোটি টাকার অধিক কিন্তু পঞ্চাশ কোটি টাকার অধিক নহে-	৩০%
(ঙ)	নীট পরিসম্পদের মূল্যমান পঞ্চাশ কোটি টাকার অধিক হলে-	৩৫%

চ। খামার বা হ্যাচারীর এবং মৎসচাষের করহার

খামার বা হ্যাচারীর এবং মৎসচাষের আয়ের ব্যবসার প্রকৃতি সমধর্মী হওয়ায় খামার বা হ্যাচারীর ক্ষেত্রেও মৎসচাষের জন্য প্রযোজ্য করহারের ন্যায় একই করহার এর বিধান প্রস্তাব করা হয়েছে।

খামার বা হ্যাচারীর এবং মৎসচাষের জন্য প্রস্তাবিত করহার (একত্রিত করে)	
আয়ের পরিমাণ	করহার
প্রথম ১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত আয়ের উপর	শূন্য
পরবর্তী ১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত আয়ের উপর	৫%
পরবর্তী ১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত আয়ের উপর	১০%
অবশিষ্ট আয়ের উপর	১৫%

২। সামাজিক কল্যাণ ও অন্তর্ভুক্তি বিবেচনাকরণ

ক। তৃতীয় লিঙ্গের করদাতা-

কোনো করদাতা নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ হিসাবে প্রতিষ্ঠানে কর্মরত মোট জনবলের ১০% (দশ শতাংশ) অথবা ২৫ (পঁচিশ) জনের অধিক কর্মচারী তৃতীয় লিঙ্গ হতে নিয়োগ করলে উক্ত করদাতাকে নিম্নোক্তভাবে কর রেয়াত প্রদানের প্রস্তাব করা হয়েছে -

- প্রদেয় করের ৫% (পাঁচ শতাংশ); অথবা
- তৃতীয় লিঙ্গের কর্মচারীগণের পরিশোধিত মোট বেতনের ৭৫% (পঁচাত্তর শতাংশ)-এই দুটোর মধ্যে যেটি কম।

খ । প্রতিবন্ধী ব্যক্তি করদাতা-

- কোনো স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় বা এনজিওতে সেবা গ্রহণকারী প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণের সেবাস্থলে গম্যতার ক্ষেত্রে এবং সেবা প্রদানে দেশে বলবৎ আইনি বিধান অনুযায়ী উপযুক্ত ব্যবস্থা না রাখলে ২০২২ সালের ১ জুলাই তারিখে আরব্ধ কর বৎসর হতে উক্ত প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য করের ৫% (পাঁচ শতাংশ) অতিরিক্ত কর ধার্য করার প্রস্তাব করা হয়েছে ।
- কোনো করদাতা নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ হিসাবে প্রতিষ্ঠানে কর্মরত মোট জনবলের অন্যূন্য ১০% (দশ শতাংশ) অথবা ২৫ (পঁচিশ) জনের অধিক কর্মচারী প্রতিবন্ধী ব্যক্তি নিয়োগ করলে উক্ত করদাতাকে নিম্নোক্তভাবে কর রেয়াত প্রদানের প্রস্তাব করা হয়েছে -
    - প্রদেয় করের ৫% (পাঁচ শতাংশ); অথবা
    - প্রতিবন্ধী ব্যক্তি কর্মচারীগণের পরিশোধিত মোট বেতনের ৭৫% (পঁচাত্তর শতাংশ)-এই দুটোর মধ্যে যেটি কম।

৩। উৎসে করহারঃ

ক। আমদানি পর্যায়ে উৎসে করহার হ্রাসকরণ

- স্বর্ণ আমদানির উৎসে করহার ৫% এর পরিবর্তে ০% করার প্রস্তাব করা হয়েছে।
- সিআইশীট ম্যানুফ্যাকচারার কর্তৃক আমদানিকৃত কাঁচামাল এর উৎসে করহার ৫% এর পরিবর্তে ৩% করার প্রস্তাব করা হয়েছে।
- হুইল চেয়ার আমদানির উৎসে করহার ৫% এর পরিবর্তে ০% করার প্রস্তাব করা হয়েছে।

খ। সরবরাহ পর্যায়ে উৎসে করহার হ্রাস

- সরকার বা সরকারের কোন প্রতিষ্ঠান ব্যতীত অন্যান্য প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তির নিকট supply of books এর উৎসে করহার সর্বোচ্চ ৭% হতে কমিয়ে একক হার ৩% করার প্রস্তাব করা হয়েছে।
- supply of goods to trader এর উৎসে করহার সর্বোচ্চ ৭% হতে কমিয়ে একক হার ৫% করার প্রস্তাব করা হয়েছে।
- supply of raw materials to manufacturar এর করহার সর্বোচ্চ ৭% হতে কমিয়ে একক হার ৪% করার প্রস্তাব করা হয়েছে।

গ। সেবা খাতে উৎসে করহার হ্রাস

- ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে সহায়ক হিসেবে অনিবাসীর বরাবরে ব্যান্ডউইদ পেমেন্ট হতে উৎসে ২০% এর পরিবর্তে ১০% হারে কর কর্তনের প্রস্তাব করা হয়েছে।
- অনিবাসীর বরাবরে উৎসে কর কর্তন সংশ্লিষ্ট আইনী বিধানের টেবিলে বর্ণিত বিভিন্ন পেমেন্ট ব্যতীত অন্যান্য পেমেন্ট হতে উৎসে ৩০% এর পরিবর্তে ২০% হারে কর কর্তনের প্রস্তাব করা হয়েছে।

ঘ। উৎস করহার যৌক্তিকীকরণ

- উৎসে কর কর্তনকারী কর্তৃপক্ষের জন্য উৎসে কর কর্তনের বিধান পরিপালন সহজতর করার লক্ষ্যে নিবাসী করদাতার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য মোট ১৪ টি ক্যাটাগরিতে সার্ভিসের উপর ভিত্তি মূল্যের সীমা নির্ধারণপূর্বক দ্বি স্তর বিশিষ্ট উৎসে কর কর্তন এর পরিবর্তে ক্যাটাগরি ভিত্তিক এক স্তর ভিত্তিক উৎসে কর কর্তনের প্রস্তাব করা হয়েছে ।
- যেকোন পণ্যের এক্সপোর্ট প্রসিড রিয়ালাইজেশনকালে সংশ্লিষ্ট ব্যাংক কর্তৃক রিয়ালাইজড এক্সপোর্ট প্রসিড হতে ১% হারে উৎসে কর কর্তন করার প্রস্তাব করা হয়েছে।
- কর্পোরেট করের বিদ্যমান হার বিবেচনায় কোম্পানি কর্তৃক অর্জিত ব্যাংক সুদ আয় হতে উৎসে ১০% এর পরিবর্তে ২০% হারে কর কর্তনের প্রস্তাব করা হয়েছে।

৪। করনেট সম্প্রসারণঃ

- নূতন করদাতাদের রিটার্ন দাখিল ও কর প্রদানে আগ্রহ বৃদ্ধির লক্ষ্যে "Tax Day" এর সংজ্ঞায় পরিবর্তন আনয়ন এর মাধ্যমে যে সকল করদাতা পূর্বে কখনই রিটার্ন দাখিল করেননি তাদের জন্য আয়বর্ষ পরবর্তী সম্পূর্ণ করবর্ষব্যপী বিনা জরিমানায় আয়কর রিটার্ন দাখিলের বিধান প্রস্তাব করা হয়েছে ।
- টিআইএন সনদ এর পরিবর্তে রিটার্ন দাখিলের প্রমাণ দাখিলে ব্যর্থ হলে ঠিকাদার বা সরবরাহকারীর নিকট হতে ৫০% বেশি হারে উৎসে কর কর্তনের বিধান প্রস্তাব করা হয়েছে।
- ব্যাংক সুদ আয় হতে উৎসে কর কর্তনের বিধানে টিআইএন সনদ এর পরিবর্তে রিটার্ন দাখিলের প্রমাণ ব্যাংকে দাখিলের বিধান প্রস্তাব করা হয়েছে।
- এক কোটি টাকার উর্ধ্বে টার্নওভার রয়েছে এমন হোটেল, কমিউনিটি সেন্টার, রিসোর্ট, ট্রান্সপোর্ট এজেন্সী কে উৎসে কর কর্তনকারী কর্তৃপক্ষ হিসেবে গণ্য করার বিধান প্রস্তাব করা হয়েছে।
- উৎসে কর সংগ্রহের আওতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে অভ্যন্তরীণ নৌযান ও বাণিজ্যিক যানবাহন হতে এস. আর. ও. অনুযায়ী প্রদত্ত করহার ঠিক রেখে ন্যূনতম করের আওতায় উৎসে কর সংগ্রহের বিধান প্রস্তাব করা হয়েছে।
- টিআইএন-ধারীর পরিবর্তে যে সকল করদাতাকে রিটার্ন দাখিলের প্রমাণপত্র দাখিল করতে হবে এমন সকল করদাতাদের রিটার্ন দাখিল বাধ্যতামূলক করার প্রস্তাব করা হয়েছে।

- যে সকল ক্ষেত্রে টিআইএন গ্রহণের বাধ্যবাধকতা রয়েছে সে সকল ক্ষেত্রসহ আরো কতিপয় ক্ষেত্রে টিআইএন এর পরিবর্তে রিটার্ন দাখিলের প্রমাণপত্র উপস্থাপনের বিধান প্রস্তাব করা হয়েছে।
- ব্যবসাস্থলে টিআইএন এর পরিবর্তে রিটার্ন দাখিলের প্রমাণপত্র প্রদর্শনের বিধান প্রস্তাব করা হয়েছে।

৫। ডিজিটাল ট্রান্সফরমেশন

উদ্ভাবনী অর্থনীতি বিকাশ এবং তরুণ প্রজন্মের উদ্যোক্তা তৈরীতে সহায়ক হিসেবে স্টার্ট-আপকে নিম্নোক্ত সুবিধা প্রদানের প্রস্তাব করা হয়েছে-

- স্টার্ট-আপকে সংজ্ঞায়িত করা;
- স্টার্ট-আপের আয় নিরূপণের ক্ষেত্রে লোকসানের সমন্বয় ও জেরটানা ৯ বছর পর্যন্ত অনুমোদন করা;
- ন্যূনতম করহার .৬% এর পরিবর্তে .১% করা;
- নির্দিষ্ট সময়ের জন্য স্টার্ট-আপের করনির্ধারণে ব্যবসায়িক খরচ অনুমোদনের বিধি-বিধান শিথীল করা।

৬। টেক্সটাইল শিল্পে প্রণোদনা

সুতা উৎপাদন, সুতা ডাইয়িং, ফিনিশিং, কোনিং, কাপড় তৈরী, কাপড় ডাইয়িং, প্রিন্টিং অথবা উক্তরূপ এক বা একাধিক প্রক্রিয়ায় নিয়োজিত কোম্পানীর ব্যবসা হতে অর্জিত আয়ের উপর ১৫% (পনের শতাংশ) করহার ৩০ জুন ২০২৫ পর্যন্ত বর্ধিত করে নূতন এস. আর. ও. জারীর প্রস্তাব করা হয়েছে।

৭। দীর্ঘ মেয়াদি অর্থনৈতিক শৃংখলা সৃষ্টিতে সহায়তা

- মন্দ-ঋণের প্রবনতা হ্রাস করার লক্ষ্যে সকল প্রকার করদাতার পরিবর্তে কেবলমাত্র স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতার ঋণ মওকূপ জনিত উদ্ভূত আয় করমুক্ত করার প্রস্তাব করা হয়েছে।
- লোকসান সমন্বয় ও জেরটানার বিধান থাকায় আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক গঠিত মোট আয়ের ৫ শতাংশের সমপরিমান স্পেশাল রিজার্ভের অংক অননুমোদনযোগ্য ব্যয় হিসেবে গণ্য করার প্রস্তাব করা হয়েছে।
- সরকারি সিকিউরিটিজে বিনিয়োগ লাভজনক হওয়ায় অন্যান্য বেসরকারি সিকিউরিটিজ এর ন্যায় এই বিনিয়োগ হতে উদ্ভূত মূলধনী আয়ে করারোপ করার প্রস্তাব করা হয়েছে।
- আয়কর আইনে প্রদত্ত কোম্পানীর সংজ্ঞা কোম্পানী আইনে প্রদত্ত সংজ্ঞার তুলনায় বিস্তৃত বলে অধিক সংখ্যক প্রতিষ্ঠানকে নিরীক্ষিত হিসাব বিবরনী দাখিলের বাধ্যবাধকতার আওতায় আনার লক্ষ্যে কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ এর অধীন নিগমিত কোম্পানীসমূহের পরিবর্তে আয়কর আইনে সংজ্ঞায়িত কোম্পানীসমূহের আর্থিক বিবরনী নিরীক্ষক কর্তৃক নিরীক্ষাপূর্বক প্রত্যয়নের বিধান প্রস্তাব করা হয়েছে।

৮। অবচয়ের হার যৌক্তিকীকরণ

যেকোন প্রকার লিজিং কোম্পানীর ফাইন্যান্স লিজ সম্পৃক্ত সম্পদের বিপরীতে অবচয়ের অপ্রাপ্যতার বিধান আনয়ন।

৯। অর্থনীতির আনুষ্ঠানিকীকরণ

- ব্যাংক ট্রান্সফারের মাধ্যমে সেবা সরবরাহের বিল গ্রহণে ব্যর্থ হলে ৫০% বেশি হারে উৎসে কর কর্তনের প্রস্তাব করা হয়েছে।
- কৃষি ও ফার্মিং এর ক্ষেত্র ব্যতীত অন্যান্য ক্ষেত্রে ১ কোটি টাকার উর্ধ্বে টার্নওভার বিশিষ্ট স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতা ব্যতীত অন্যান্য সকল করদাতাদের আয় ব্যাংক ট্রান্সফারের মাধ্যমে সম্পাদিত না হলে কর অব্যাহতি বা হ্রাসকৃত হারে কর সুবিধা অপ্রাপ্যতার বিধান প্রস্তাব করা হয়েছে।

১০। ক্ষুদ্র ঋণ সংগ্রহে সহায়তা

সকল প্রকার করদাতা কর্তৃক গৃহীত ৫ লক্ষ টাকার উর্ধ্বে সকল প্রকার ডিপোজিট ব্যাংক ট্রান্সফারের মাধ্যেমে গ্রহণের বাধ্যবাধকতা হতে ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণকারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে অব্যাহতি প্রদানের প্রস্তাব করা হয়েছে।

১১। ব্যবসা সহজীকরণ নিশ্চিতে সহায়তা

- amalgamation এর শর্ত কোম্পানি আইন, ১৯৯৪ এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং অ্যামালগ্যামেটিং কোম্পানিসমূহ বিদেশী কোম্পানি হলে শেয়ার হোল্ডিং দেশী কোম্পানির ন্যায় হবে মর্মে সুস্পষ্ট বিধান করার প্রস্তাব করা হয়েছে।
- "Charitable purpose" এর সংজ্ঞা অধিকতর সুনির্দিষ্ট করার প্রস্তাব করা হয়েছে যাতে করে অপব্যবহার রোধ করা যায়।
- "Research and development" এর সংজ্ঞা প্রদান এবং এ খাতে ব্যয়িত খরচসমূহ অনুমোদনযোগ্য ব্যয় হিসেবে গণ্য করার প্রস্তাব করা হয়েছে।
- উৎসে আয়কর কর্তনে অস্পষ্টতা দূরীকরণে "Supply of goods" এর সংজ্ঞা অন্তর্ভূক্ত করার প্রস্তাব করা হয়েছে।
- বর্তমানে ইন্ডাস্ট্রিতে দক্ষ জনবল নিয়োগে অন্তরায় হচ্ছে বলে প্রতীয়মান হওয়ায় পারকুইজিট এর অনুমোদনযোগ্য ব্যয় সীমা পাঁচ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকার হতে দশ লক্ষ টাকায় উন্নীত করার প্রস্তাব করা হয়েছে।
- ট্যাক্স নিউট্রাল মার্জার এর আন্তর্জাতিক উত্তম চর্চার অংশ হিসেবে বাংলাদেশে ট্যাক্স নিউট্রাল মার্জার নীতি অনুসরণ করার প্রস্তাব করা হয়েছে যাতে সার্বিকভাবে দেশীয় অর্থনীতি উপকৃত হবে।
- এমপিওভুক্ত স্কুল যাদের ইংরেজি ভার্সন রয়েছে এমন স্কুল ব্যতীত অন্যান্য এমপিওভুক্ত স্কুল, পাবলিক ইউনিভার্সিটি, স্বীকৃত প্রভিডেন্ড ফান্ড, পেনশন ফান্ড, অনুমোদিত গ্র্যাচুইটি ফান্ড, অনুমোদিত সুপারঅ্যানুয়েশন ফান্ড ও ওয়ার্কার্স প্রফিট পার্টিসিপেশন ফান্ড এবং ফিক্সড বেজ নেই এমন অনিবাসী স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতাদের আয়কর রিটার্ন দাখিল হতে অব্যাহতি প্রদানের প্রস্তাব করা হয়েছে।
- এডিআর চুক্তি প্রাপ্ত হবার ৩০ দিনের মধ্যে তা কার্যকর করার বিধান প্রস্তাব করা হয়েছে।
- অফশোর ইনডাইরেক্ট ট্রান্সফার হতে কর প্রাপ্তির উদ্দ্যেশ্যে একটি বিধিমালা প্রণয়নের প্রস্তাব করা হয়েছে ।
- pre-commencement expenditure এর সংজ্ঞা অন্তর্ভূক্ত করে আমোর্টাইজ করার প্রস্তাব করা হয়েছে ।

১২। রপ্তানি খাতে সহায়তা এবং "Made in Bangladesh"- কে প্রণোদনা

- রপ্তানি বিষয়ে অস্পষ্টতা দূরীকরণে এবং রপ্তানি বহুমুখীকরণে সেবা খাতকে রপ্তানির অন্তর্ভূক্ত করে রপ্তানিকে সংজ্ঞায়িত করার প্রস্তাব করা হয়েছে।
- বাংলাদেশী পতাকাবাহী সমুদ্রগামী জাহাজ কর্তৃক বৈদেশিক মুদ্রায় অর্জিত আয় ব্যাংকিং মাধ্যমে বাংলাদেশে আনীত হলে তা ৩০ জুন, ২০৩০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত করমুক্ত রাখার প্রস্তাব করা হয়েছে। এতে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বৃদ্ধি পাবে এবং রপ্তানী বহুমূখীকরণ হবে।
- রপ্তানি হতে অর্জিত আয়ের করহার নিম্নরূপে ধার্য করার প্রস্তাব করা হয়েছে, যথা:-

    (অ) স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতা (assessee being an individual), ফার্ম ও হিন্দু অবিভক্ত পরিবার কর্তৃক অর্জিত আয়ের ৫০% করমুক্ত থাকিবে;

    (আ) স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতা (assessee being an individual), ফার্ম ও হিন্দু অবিভক্ত পরিবার ব্যতীত অন্যান্য করদাতাদের অর্জিত আয়ের উপর ১২%; এবং

    (ই) স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতা (assessee being an individual), ফার্ম ও হিন্দু অবিভক্ত পরিবার ব্যতীত অন্যান্য করদাতা কর্তৃক Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) Certified কারখানায় উৎপাদিত পণ্য রপ্তানি হইতে অর্জিত আয়ের উপর ১০%।

১৩। কর পরিপালনে সহায়তা

- মাতা-পিতা সন্তানের নিকট হতে ৫ লক্ষ টাকার উর্ধ্বে যেকোন পরিমাণ দান বা ঋণ ব্যাংক ট্রান্সফারের মাধ্যমে গ্রহণের বাধ্যবাধকতার পরিবর্তে মাতা-পিতা বা সন্তানদের যেকোন এক ক্ষেত্রে আনুষ্ঠানিক মাধ্যম প্রযোজ্যতার বিধান করার প্রস্তাব করা হয়েছে।
- শ্রম আইন, ২০০৬ এর সাথে সামঞ্জস্য রেখে contribution made to Workers' Profit Participation Fund under শ্রম আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ৪২ নং আইন) এর অনুদানকে অননুমোদনযোগ্য ব্যয় হিসেবে পরিগণিত হওয়ার সুস্পষ্ট বিধানের প্রস্তাব করা হয়েছে।
- করদাতার মোট করযোগ্য আয় নির্বিশেষে রেয়াতযোগ্য অংক হিসেবে মোট আয়ের ২০% উপর ১৫% হারে কর রেয়াতের বিধান প্রস্তাব করা হয়েছে।
- নির্ধারিত সময়ের মধ্যে রিটার্ন দাখিলে ব্যর্থ হলে কর রেয়াত ১৫ শতাংশের পরিবর্তে ৭.৫% করার প্রস্তাব করা হয়েছে।
- নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আয়কর রিটার্ন দাখিল না করলে, উৎসে আয়কর কর্তন ও সংগ্রহের বিদ্যমান বিধানাবলির পরিপালন না করলে কর অব্যাহতি বা হ্রাসকৃত হারে কর সুবিধা অপ্রাপ্যতার বিধান প্রস্তাব করা হয়েছে।
- টিআইএন এর পরিবর্তে রিটার্ন দাখিলের প্রমাণ দাখিলে ব্যর্থ হলে সেবা সরবরাহকারীর নিকট হতে ৫০% বেশি হারে উৎসে কর কর্তনের বিধান প্রস্তাব করা হয়েছে।
- উৎসে কর কর্তন বা সংগ্রহের ব্যর্থতায় দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির দায় সুস্পষ্টকরণ এর প্রস্তাব করা হয়েছে।
- গ্রোথ সেন্টারের পরিবর্তে সকল প্রকার নূতন করদাতাদের অন স্পট করনির্ধারণের বিধান প্রস্তাব করা হয়েছে।
- উৎসে কর কর্তন ও সংগ্রহ ভেরিফাই ও এনফোর্স করার লক্ষ্যে উৎসে কর কর্তন বা সংগ্রহকারী ব্যক্তির সকল প্রকার তথ্য সংগ্রহে বিধি বিধান সুস্পষ্ট করার প্রস্তাব করা হয়েছে।

১৪। অফশোর ট্যাক্স অ্যামনেস্টির বিধান আনয়ন

কোন করদাতা বাংলাদেশের বাইরে কোন সম্পদের মালিক হলে এবং উক্ত সম্পদ আয়কর বিবরণীতে প্রদর্শিত না হলে নিম্নে বর্ণিত টেবিল অনুযায়ী ১ জুলাই, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ হতে ৩০ জুন, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে নির্দিষ্ট পরিমাণ কর পরিশোধের মাধ্যমে সম্পদ প্রদর্শনের সুযোগ দেয়ার প্রস্তাব করা হয়েছে। এ সুযোগ গ্রহন করে বিদেশে সঞ্চিত অর্থ দেশে ফেরত আনলে তা রিজার্ভ বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে। পরবর্তীকালে এ ধরনের সম্পদ হতে কর আহরণ অব্যাহত থাকবে এবং রাজস্ব বৃদ্ধি পাবে।

ক্রমিক নং	সম্পদের প্রকৃতি	সম্পদের ন্যায্য বাজার মূল্যের উপর করের শতকরা হার
১.	বাংলাদেশের বাইরে অবস্থিত স্থাবর সম্পদ বাংলাদেশে আনীত নয়	১৫%
২.	বাংলাদেশের বাইরে অবস্থিত নগদ অর্থ,ব্যাংক জমা, সিকিউরিটিজ এবং ফাইনানসিয়াল ইন্সট্রুমেন্ট সহ সকল অস্থাবর সম্পদ বাংলাদেশে আনীত নয়	১০%
৩.	বাংলাদেশের বাইরে অবস্থিত নগদ অর্থ,ব্যাংক জমা, সিকিউরিটিজ এবং ফাইনানসিয়াল ইন্সট্রুমেন্ট সহ সকল অস্থাবর সম্পদ যা বাংলাদেশে আনীত	৭%